দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2 0 APR 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

বাকৃবিতে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গুলি বিনিময়, ১৩ কক্ষ ভাংচুর, উত্তেজনা

বাকৃবি সংবাদদাতা ॥ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে ১০৩২ রাউন্ড গুলিবিনিময়, দু'জন নবীন শিক্ষকের রুমসহ ১৩টি কক্ষ ভাংচুর এবং ধাওয়া পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার গভীর রাতে ছাত্রদল সহসভাপতি শেখ শফি শাওন ও যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান মুন্নার গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বে এ ঘটনা ঘটে।

ঈশা খাঁ হল পূর্ব ভবনের ১১১ নং কক্ষের সিট বণ্টনকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। ভেটেরিনারি ২য় বর্ষের সিদ্দিক নামক ছাত্র টিনশেড থেকে ঐ কক্ষে গিয়ে অবস্থান করছিল। তার এ অবস্থান মুন্না গ্রুপের ঈশা খাঁ হলের নেতাকর্মীদের পছন্দ না হওয়ায় তাকে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে বলা হয় ১ ঘণ্টার মধ্যে কক্ষ ত্যাগ করতে। কিছুক্ষণ পর নেতাকর্মীরা টিনশেডে বেড ফেরত দিয়ে আসে। এ ঘটনায় সিদ্দিক সবাইকে দেখে নেবে বলে শহীদ শামসুল হক হলে ছুটে গিয়ে শাওনের আশ্রয় চায়। রাত ১১টার দিকে শাওন গ্রুপের ২০-২৫ জনের সশস্ত্র বাহিনী রাম দা, কুড়াল ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ বের হয়ে শহীদ শামসুল হক হলের ১১২, ২০১, ২৩৩, ৪০১ এবং ৪১১ নং কক্ষ, মুন্নার আবাসিক হল শহীদ নাজমুল আহসান হলের পেপার কক্ষ, ৩২৩, ৪১২ ও ৩২২ নং কক্ষ ভাংচুর করে। এ সময় ৫-৬ রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

ইতোমধ্যে রাত ১২টার দিকে ঈশা খাঁ হল থেকে মুন্না গ্রুপের কিছু নেতাকর্মী সংঘবদ্ধ হয়ে নাজমুল আহসান হলের দিকে অগ্রসর হয়। করিম ভবন মোড়ের নিকট

(৪-এর পাতায় দেখুন)

বাকৃবিতে ছাত্রদলের

(৮-এর পাতার পর)

এসে শাওন গ্রুপের সশস্ত্র ধাওয়ার শিকার হয়ে পালাতে থাকে। এ সময় সশস্ত্র গ্রুপ ৫-৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। কোন বাধা ছাড়াই তারা ঈশা খাঁ হল পশ্চিম ভবনে ২১৮ ও ৩০৪ নং কক্ষ এবং পূর্ব ভবনের ২০৫ ও ২১১ নং কক্ষ ভাংচুর করে। সমস্ত ভাংচুরকৃত কক্ষের মধ্য থেকে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা হারানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাত ১টার আগে ঈশা খাঁ হলের সামনে ছাত্রদল সভাপতি শামসুজ্জোহা রব রাজু, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব প্রান্ত ও মুন্না তাদের নিজ নিজ গ্রুপসহ জমায়েত হয়। এ সময় শাওন গ্রুপের সোহরাব ঈশা খাঁ হলে প্রবেশ করতে চাইলে ধাওয়ার শিকার হয়।

ঘটনার সময় কোন হলের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটরগণকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রক্টর ১০ দিন আগে পদত্যাগ করেছেন। সহকারী প্রক্টরগণ ছিলেন অনুপস্থিত। এ অবস্থায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা দারুণ নিরাপত্তাহীনতায় ভীত ছিল।

রাত দেড়টার দিকে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ভিসি প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমানের নিকট গিয়ে অভিযোগ জানালে তিনি ঘটনার কোন কিছুই জানেন না বলে জানান। এক পর্যায়ে মুখে তিনি হল তল্লাশি করার ও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার কথা বললেও কার্যত কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি। রাত ৩টা পর্যন্ত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক তাদের গ্রুপসহ ভিসি ভবনে অবস্থান ধর্মঘট করে।